OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 635 - 645
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা প্রবাদের গঠনপ্রকৃতি

শ্যামসুন্দর প্রধান
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাগর মহাবিদ্যালয়, হরিণবাড়ি, সাগর
Email ID : shyampradhan73@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Proverb, Construal, Functionality, Padaprakaran, Dual Contrast, Psychoanalysis, Chaturanga Construal, Neutral-Sympathetic.

Abstract
The premises of folk culture have always been wide-ranging – from past to present to future, from village to city, from uneducated to educated societies, from oral to written traditions. Discussions about its science were at first whimsical and in which the role of the collector rather than the expert was predominant; Later that discussion turned into an in-depth analysis of scholarly society. The discussion of folk culture morphology or structuralism is a product of this expanded vision. Although linguists have developed the concept of structuralism in the scope of sociolinguistics, this method has been applied and discussed in the field of folk culture by Propp, Strauss, Dundis, Maranda couple, Milner, Goodwin and Wenzel, Peter Sistel and others. One of the main forms of non-material folk culture is that proverbs, though short-lived, incorporate the essence of long-lived experiences in folk society. Since it depends on unwritten and spoken sentences, its stylistic analysis should be in the form of 'sentences'. If you don't know its exact form, judging its structure may be incomplete or wrong. Therefore, it is necessary to judge the form or structure of the proverb to understand the people's experience, integrated social-psyche awareness, utility of daily folk usage, literary beauty and sense of humor etc. Western folklorists have analyzed the structure-nature or structure of proverbs in various ways. The order and measure of people can be identified from the structure-size-type-semantic features of proverbs. As a result proverbs are not composed randomly; It is based on scientific reasoning. This will be discussed in detail in the main article.

Discussion

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডার্‌উইন্ [Charles Robert Darwin (1809-82)] 'The Origin of Species' (১৮৫৯) গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী-মানুষের জন্ম হয়েছে। এই মতবাদের ফলে ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি (বাইবেলে বর্ণিত) সম্পর্কিত অলৌকিক তত্ত্বই শুধু খণ্ডিত হয় নি, সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। গঠনশৈলীতেও এর প্রভাব পড়েছিল। 'গঠনশৈলীবাদ' বা 'গঠনাত্মক সমালোচনা' (Structuralism) যে রূপে এখন পরিচিত বা প্রচলিত হোক না কেন, আমরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তা পেয়েছি পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের থেকে। কিন্তু এর বীজ ছিল খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর ভারতীয় কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থে পরিব্যক্ত 'বক্রোক্তিবাদ'-এ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের পর থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় যে নতুন নতুন পদ্ধতি চালু হতে থাকে, তা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। তবে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিল। লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় যে সমস্ত তত্ত্বের প্রচলন ঘটেছে তার মধ্যে গঠনতত্ত্ব বা গঠনকাঠামো বিশ্লেষণ মতবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ লোকসাহিত্য কেন যে কোনো সাহিত্য-সংরূপের যথর্থ স্বরূপ না জানলে তার গঠনশৈলী বিচার অসম্পূর্ণ কিংবা ভ্রান্তও হতে পারে।

অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান প্রকরণ হল প্রবাদ। এটি আবার লৌকিক 'বাক্শিল্প' বা 'Verbal Art' - এর উপধারার অন্তর্গত। এটি অলিখিত (Unwritten) ও কথ্য বাক্যনির্ভর (Based on Colloquial Sentences), তাই প্রবাদের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করতে গেলে 'বাক্যবন্ধ' (Sentence Structure) রূপেই একে বিচার করতে হবে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে প্রবাদ কী ধরনের বাক্যবন্ধ? স্পেনদেশীয় প্রবাদে বলা হয়েছে, "A Proverb is a short sentence, based on long experience"[১], অর্থাৎ প্রবাদ হল এমন একটি ছোট বাক্য, যার মধ্যে সংহত হয়ে আছে লোকসমাজে দীর্ঘচালিত অভিজ্ঞতার নির্যাস। এর দেহাবয়ব ছোটো হলেও অর্থের দিক থেকে এটি অসামান্য। সরল ও সংক্ষিপ্ত অথচ রসময় ব্যঞ্জনার জন্য লোকসমাজে প্রবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্পদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রবাদ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'The wit of one, the wisdom of many'।[২] কিন্তু এই বুদ্ধিদীপ্ত অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ সংক্ষিপ্ত প্রবাদ বাক্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বাক্যের মতো 'Absolute Truth' বা 'Universal Truth' কিংবা চূড়ান্ত ধ্রুব সত্য বাক্য নয়। প্রবাদের সত্য 'আপেক্ষিক সত্য বা Relative Truth'। প্রবাদ-বাক্যে প্রকাশিত লোক অভিজ্ঞতা, সংহত সমাজ মানসের শেণিচেতনা, দৈনন্দিন লোকব্যবহারের উপযোগিতা, সাহিত্যসৌন্দর্য ও রসবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বুঝতে এর Form বা গঠন বা রূপের বিচার প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের লোকশ্রুতিবিদ্গণ প্রবাদের গঠন-প্রকৃতি বা গঠনরীতি বা গঠনশৈলীগত নানা তত্ত্বে এর রূপবন্ধ বিচার করেছেন।

মানবসমাজ যেমন জনসমাজ ও শ্রেণিগত বিন্যাসের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তেমনি মানুষের বাক্যবিন্যাসও বর্ণ বিন্যাসের নিয়মের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্গণ লোকসাহিত্যের উপকরণের গঠনরীতি বিশ্লেষণে তৎপর। নৃতত্ত্ববিদ লেভি স্ট্রাউস, সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্ডিনাণ্ড ডি. সোসুর, ফ্রাঞ্চ বোয়েজ, এডওয়ার্ড সাপির, নোয়াম চমস্কি, ভ্লাদিমির জ্যাকলো ভিচ প্রপ্, থমসন এ. সিভিয়ক, মারান্দা দম্পতি, এলান ডাণ্ডিস, রিচার্ড প্রিয়েভ, এডমণ্ড লীচ, জর্জেস, মিলনার প্রমুখরা 'স্ট্রাকচারাল ফোকলোর', 'ভাষা : লোকসাহিত্যের রূপতত্ত্ব ও গঠনতত্ত্ব' নিয়ে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

গঠনরীতির প্রয়োগগত দিকটি আলোচনার আগে গঠনরীতির মৌলিক উপকরণগুলি নিয়ে দু' একটি কথা বলা যাক্। ল্যাতিন 'Structure' শব্দের অর্থ হল সজ্জা, সংগঠন, স্তূপ [The Components of a language (as phonomes and Morphemes) and the way in which they are related-compare phonomics, Morphonomics, Morphology, Syntax.]। ভাষাতত্ত্বে এর অর্থ একটু ব্যাপক। কারণ ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভাষার মৌলিক কণাগুলির তাৎপর্য খুব বেশি। যেমন – ধ্বনি এবং রূপরেণুগুলির ঘন সুনিয়ন্ত্রিত সন্নিবেশে শব্দ, বাক্য ও ভাষা গড়ে উঠেছে। ফার্ডিনাণ্ড ডি. সোসুর, নোয়াম চমস্কি প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিতে Structuralism-এর ধারণার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটলেও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ এবং এ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছেন রাশিয়ান বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির জ্যাকলো ভিচ প্রপ্। তবে তাঁর আলোচনা মূলত রাশিয়ান রূপকথার গঠনরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৮৫৮ সালের আগে রূপতত্ত্ব (Morphology) আলোচনার সূত্রে প্রপ্ লোককথার গঠনরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন।

যে কোনো প্রকারের কাঠামো বিশ্লেষণে প্রথমে আলোচ্য বিষয়ের কার্যকরী এককগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে, যাতে ওই এককগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিষয়ের গঠনটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায়। এই কারণেই আঙ্গিকসংস্থানবাদী বা গঠনতত্ত্ববাদীগণ প্রত্যেকেই লোককথার স্ব-স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী নানা প্রকার একক নির্বাচন করেছেন। একটি বাক্যের কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া যেমন সমগ্র বাক্যটিকে নিয়ন্ত্রণ বা চালিত করে, তেমনি ফোকলোরের উপাদানগুলির

(পক্ষ ও ক্রিয়াশীলতা) মধ্যে ক্রিয়াশীলতা বা Function কাহিনিকে গতি দান করে। মূলত প্রপ্ ফর্মালিস্টদের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ফোকলোরের গঠনকাঠামো বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং বিষয়টিকে প্রথম বিশ্ববাসীর সামনে এনেছিলেন। তাছাড়া তিনি দেখিয়েছেন কাহিনি পরিভ্রমণের সময় অনেকক্ষেত্রে বিষয়ের হেরফের ঘটে, পরিবর্তন হয় কিন্তু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ পরিবর্তনীয় শক্তিকে বলেছেন Variables এবং অপরিবর্তনীয় শক্তিকে বলেছেন Constants। আবার এও তিনি বলেছেন কাহিনিতে ক্রিয়াশীলতাগুলি পরপর সাজানো থাকে, কেননা কাহিনির বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্রিয়াশীলতার স্থান দৃঢ়। আবার কাহিনির এই অগ্রগতি কখনো উর্দ্ধগামী অথবা নিম্নগামী হতে পারে। প্রপ্ কাহিনির কাঠামগত বিশ্লেষণে ৩১টি (ঙ - প্রাথমিক অবস্থা, ছ, ঞ, ড, ঐ, ফ, ন, জ, আ, অ, ব, চ, ঢ, এ, ভ, গ, হ, য, ই, অঅ, অঅভ, পর, রস, ও, ল, ম, স, শ, ঘ, ট, উ, ঊ) ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।[৩] তবে প্রতিটি কাহিনিতে সবগুলি ক্রিয়াশীলতা বা Function নাও থাকতে পারে। আবার প্রতিটি মূল Function বা ক্রিয়াশীলতা একাধিক উপবিভাগে বিভক্ত। এক্ষেত্রে প্রপ্-এর এই তত্ত্বকে বলা হয় Syntagmatic Model বা বাক্য ক্রমানুযায়ী মডেল বা ক্রিয়াশীলতার ফর্মুলা। এগুলি সবই লোককথাকে ঘিরে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য প্রপ্ প্রদত্ত এই মোডেলটি লোককথার কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ মেলভিল জাকব প্রপ্ এই মডেল সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে প্রপ্-এর কাজের মূল্য খুবই সামান্য। আর এক লোকসংস্কৃতিবিদ্ তাঁর 'The Socio Psychological analysis of Folktales' (1963) গ্রন্থে প্রপ্-এর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক সমালোচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রপ্-এর তত্ত্বের দুর্বলতার দিকটি তুলে ধরে বলেছেন, এটি লোককথা ছাড়া লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রযোজ্য নয়। ফিশারের সমসাময়িক সময়ে প্রপ-এর সমালোচনায় যিনি সবচেয়ে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তিনি হলেন আর্চার টেলার। পরবর্তীকালে প্রপ-এর তত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচক হলেন ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ্ ক্লড লেভি স্ট্রাউস। তিনি প্রপ্-এর বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েও পদে পদে তাঁর তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন এবং নিজে এ বিষয়ে এক যুগান্তকারী তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। অবশ্য বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও একথা বলা যায় ভ্লাদিমির প্রপ-ই লোককথার সর্বজনীন কাঠামো সম্বন্ধে একটি ধারণা দেন তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে।

প্রবাদে প্রপ্-এর এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করা যায় সঠিক ও সুষ্ঠভাবে। প্রবাদ খুব সংক্ষিপ্ত বাক্য বা বাক্যাংশ হলেও অনেক প্রবাদের পেছনে গল্প আছে। তবে প্রবাদে প্রয়োগের সময় সেই গল্পটি যদি জানা থাকে তবে এই পদ্ধতির প্রয়োগটি বুঝতে সহায়ক হবে। এই পদ্ধতিগুলি বেশি সক্রিয় থেকেছে কাহিনি নির্ভর গল্পে। 'খ'য়ে বন্ধন' প্রবাদে গল্পটি হল- একটি ছোটো ছেলে ঘরে খুঁটির কাছে বসেছিল। তার ঠাকুরমা একটি পাত্র নিয়ে তার কাছে এসে বলল, 'খই খাবি ত হাত পাত।' লোলুপ ছেলেটি দু'হাত এক করে বিস্তৃত করল। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে খুঁটির দু'পাশ দিয়ে তার হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরমা তার হাতে খই ঢেলে দেওয়ার পর সে মুখের কাছে হাত নিয়ে আসতে গিয়ে নিজের বিপদ বুঝতে পারল। হাত খুললে খই'গুলি মাটিতে পড়ে যাবে, আর হাত না খুললে সে মুখে খই দিতে পারছে না, খুঁটিতে হাত আটকে যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে 'খ'য়ে বন্ধন' অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ সকল দিকেই অসুবিধায় পড়া।

প্রপ্-এর রীতি (একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতা) অনুসারে কাহিনিটিকে সাজালে এভাবে দাঁড়ায় -

১। ঙ. ছ^{৪}. ঞ^{২}. ঢ^{২}.
২। অ^{৫}. ব^{১}. এ^{১০}. অঅ^{২}.
৩। ম^{১}. ট^{৪}. রস^{৭}.

অর্থাৎ সমগ্র কাহিনিটি হল-

ঙ. ছ^{৪}. ঞ^{২}. ঢ^{২}.↑ অ^{৫}. ব^{১}. এ^{১০}. অঅ^{২}. ↓ ম^{১}. ট^{৪}. রস^{৭}.

ঙ - প্রাথমিক অবস্থা
ছ^{৪} - উপস্থিতি
ঞ^{২} - উপদেশ
ঢ^{২} - দাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ
এরপর কাহিনি মোড় নিয়েছে- ↑
অ^{৫} - অভাব বোধ
ব^{১} - নায়ককে (শিশু) সরাসরি প্রেরণ
এ^{১০} - বিনিময়ে সম্মতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অঅ[২] - হস্তগত করা

এরপর আবার কাহিনি পরিবর্তন- ↓

ম[১] - খাদ্য দ্বারা পরীক্ষা

ট[৪] - যুক্তিগ্রাহ্য এবং কৌতুকময় আকৃতি

রস[৭] - লোভ থেকে বিরত থাকা

প্রপ্-এর তত্ত্বের সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ ক্লড লেভি স্ট্রাউস। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Structural Study of Myth' প্রবন্ধে তিনি নৃবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে লোককথার অন্তর্গত Myth বা লোকপুরাণকথা বিশ্লেষণের একটি গঠনবাদী বা রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পরে চার খণ্ডে রচিত 'Mythologigues' গ্রন্থাবলীতে তিনি এটির আরও বিশদ আলোচনা করেন। তিনি তাঁর কাঠামোগত বিশ্লেষণে প্রত্যেকটি মোটিফের বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতিকে বলা হয় পদপ্রকরণজাত বিশ্লেষণ বা Paradigmatic Analysis। Paradigm বা পরিকল্প এবং Sintagma বা ক্রমান্বয়কে যথাক্রমে উলম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) রূপে সাজিয়ে এদের মধ্যে Myth বা লোকপুরাণের Mythem বা লোকপুরাণকথা রেণুগুলির চরিত্র ও ক্রিয়াশীলতা বোঝা যাবে। তবে স্ট্রাউস মনে করেন Myth-কে বুঝতে গেলে Mythem গুলিকে উলম্ব সারিতে সাজানো দরকার এবং এই এককগুলিকে বাম দিক থেকে ডান দিকে পড়া দরকার। এজন্য স্ট্রাউসের পদ্ধতিকে Syntagmatic Model অনুসারীও বলা হয়। আবার মিথেম (Mythem) কে লোকপুরাণ কথার ক্ষুদ্র এককও বলা হয়। একটি প্রবাদকে উলম্ব বা Vertical ও আনুভূমিক বা Horizontal বা আনুভূমিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় –

কুলীনের বউ তরুনী
চোখের জলে বিনুনি
মতান্তরে সতীন নিল চিরুনী
সাগর জলে স্বামীর পা
মতান্তরে আছাড় খায় চিতায় যা
মতান্তরে ও ছুঁড়ী তুই চিতায় যা।

Horizontal (আনুভূমিক) –

এই প্রবাদটি Horizontal বা আনুভূমিক ভাবে পড়লে তো অর্থ পাওয়া যায় কিন্তু Vertically বা উলম্ব ভাবে পড়লে যে বাক্য এবং অর্থগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল।

ক – কুলীনের চোখের সামনে সতীন সাগর তীরে আছাড় খায়।

খ – বউকে চিতায় চড়ানোর আগে শুদ্ধ হবার জন্য স্নান করানোর রীতি ছিল এবং জলে দাঁড়িয়ে তুলসীপাতা বা বেলপাতা খেতে হত।

গ – স্বামীর চিতার জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখায় তরুনীর বিনুনি/ চিরুনি জ্বলে যায়।

ঘ – পা যা। অর্থাৎ পা বেঁধে চিতায় যা।

ক্লড লেভিস্ট্রাউস 'The Structural Anthropology' গ্রন্থে Myth বা পুরাণের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চরিত্র ও ঘটনার বৈপরিত্য এবং রূপ ও বস্তুর দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর এই তত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন চরিত্রের দ্বৈত সত্ত্বার ওপর। মানবচরিত্রে যেমন পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশায় দ্বন্দ্ব চলছে, তেমনি মানব সমাজের কাঠামোতেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। লেভি স্ট্রাউস এর নাম দিয়েছেন Bianary Opposition বা দ্বৈত বৈপরীত্বের সম্বন্ধ। প্রপ্ এটিকে দু'ভাবে দেখেছিলেন – 'Synchronic' এবং 'diachronic'। মূলত ফরাসী ভাষাবিদ এফ. ডি. সোসুর(F. De. Saussure) এই শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছিলেন ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে। 'মাছ আর অতিথি দু'দিন পরেই বিষ' প্রবাদে দ্বৈত বৈপরীত্যের ব্যাপারটি কীভাবে রয়েছে তা দেখা যাক – এখানে মাছ আর অতিথি দু'টি বিষয়কে সমগোত্রীয় বলা হয়েছে। বাঙালী গৃহস্থ ঘরে মাছ আর অতিথির আদর দু'দিনের জন্য। অনাহূত অতিথি আসার পর দু'দিন ভদ্রতার খাতিরে মানিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিতে হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন তাকে বিদায় দিতে পারলে গৃহস্থের স্বস্তি। তেমনি টাটকা মাছ প্রথমদিন উপাদেয়, দ্বিতীয় দিনেও টক, ঝাল চলতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিনে স্বাস্থ্যের খাতিরে বাসি মাছ ভক্ষণ না করাই ভালো। এখানে দু'টি বস্তু প্রথমে গ্রহণ করে পরে পরিবর্জন করা হয়েছে। দু'টি বস্তু দু'টি বিপরীত ধর্মে রয়েছে। লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় এখানে Bianary Opposition বা দ্বৈত বৈপরীত্যের উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

মূলত স্ট্রাউসের মূল বক্তব্য ছিল – মিথের সম্পূর্ণ ও যথাযথ অর্থ উদ্ধার করার জন্য এর মোটিফ বা অভিপ্রায়গুলিকে পৃথক করে এদের Motifeme বা অভিপ্রায়রেণুগুলিকে খুঁজে বের করা এবং তাদের Function বা ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে অর্থবোধক ভাবে সাজানো। কারণ মিথের সামগ্রিক অর্থ বিচ্ছিন্ন নয়, মিথের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তা সমন্বিত হয়ে থাকে। এরপর এদের বিপরীতমুখী বক্তব্য ও ক্রিয়াশীলতাকে সাজালে একনজরে সামগ্রিক তাৎপর্যে পৌঁছানো যাবে। লেভি স্ট্রাউসের বীজগাণিতিক সূত্রটি হল– $fx(a) : fy(b) :: fx(b) : fa^{-1}(y)$

যেখানে fx হল Function বা ক্রিয়াশীলতা, fy হল প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত কর্মশীলতা, এর অবস্থা b-এর সঙ্গে যুক্ত। a হল প্রথম পক্ষ, b হল মধ্যস্থকারী।

প্রবাদের গঠনশৈলী বিশ্লেষণে 'Mytheme' (লোকপুরাণ কথারেণু)-এর মতো 'Motifeme' (অভিপ্রায় রেণু) এবং 'Function' (ক্রিয়াশীলতা)-এর উপাদানটুকু থাকে কিনা দেখা যেতে পারে। যেমন –

'পরের সোনা দিয়ো না কানে।
প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা-টানে।।'

এই প্রবাদের অভিপ্রায়গুলি কী কী হতে পারে? ধরা যাক্ - (১) সোনা নামক দ্রব্য উজ্জ্বল, মনোহারী, সৌন্দর্য; (২) ওই ধাতুর বহুমূল্যতা; (৩) সৌন্দর্যপ্রিয় নারীজাতির স্বর্ণালঙ্কারের লোভ; (৪) সোনার কর্ণভূষণ কানে দুলিয়ে নিজের সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা; (৫) নিজের ওই স্বর্ণালঙ্কার না থাকলে পরের কাছ থেকে (দ্বিতীয় অথবা অপর নারী) যে ভাবেই হোক তা বাগানের অপচেষ্টা এবং তা হাতানো; (৬) উভয় নারীর অবশ্যম্ভাবী বিবাদ সংঘাত; (৭) পরিণামে প্রথমা নারীর প্রাণ সংশয়; (৮) কোনো বুদ্ধিমতী তৃতীয় নারী প্রথমা নারীকে আত্মরক্ষার জন্য সাবধানবানী শোনায় এবং দ্বন্দ্বরোধের চেষ্টা করে।

স্ট্রাউসের পূর্বোল্লিখিত বীজগাণিতিক সূত্র অনুসারে এখানে fx অর্থাৎ Function বা ক্রিয়াশীলতা হল সোনার কর্ণাভরণ নিয়ে দুই নারীর দ্বন্দ্ব। এখানে অর্থাৎ প্রথম পক্ষ হল পরের সোনা হাতানো প্রথম নারী, আর b অর্থাৎ মধ্যস্থকারী হল তৃতীয় নারী, যে এই দ্বন্দ্ব নিবারণ চায়। আর fy অর্থাৎ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত ক্রিয়াশিলতাই হল – দ্বিতীয়া নারী প্রথমা নারীর কানে হ্যাঁচকা টান মেরে নিজের সোনার গয়না উদ্ধারের চেষ্টা।

অঙ্গসংস্থানবাদের আলোচনা বিশেষভাবে কোন ধারার প্রবর্তন না করলেও সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্বের বৃদ্ধি ও বিকাশে সবিশেষ অবদান রেখেছেন আমেরিকান প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যালান ডাণ্ডিস। তিনি Wolfgang Mieder-এর সঙ্গে নিজের সম্পাদনায় রচিত 'The Wisdom of many' গ্রন্থে 'On the structure of the Proverb' প্রবন্ধে প্রবাদের গঠনশৈলী বিচার করেছেন। প্রবাদ বিচার পদ্ধতিতে এ্যালান ডাণ্ডিস প্রবাদের 'Propositional Descritive Element' বা আরোপিত বর্ণনামূলক উপাদানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন – (১) Topic(T), (২) Comment(C)। বাংলায় এদের যথাক্রমে বলা হয় – (১) বিষয় ও (২) উক্ত বিষয়ের মন্তব্য। তিনি 'On the Structure of the Proverb' প্রবন্ধে স্পষ্ট বলেছেন –

"The basic unit of proverbs seems to me to be a topic – comment construction."[8]

অর্থাৎ অর্থগত 'বিষয় মন্তব্য' গঠনই প্রবাদের মূল কাজ। কয়েকটি প্রবাদে এই বিষয়(Topic/T) ও মন্তব্য(Comment/C) গত গঠন উপাদান কীভাবে রয়েছে দেখা যাক। 'ঘরে নেই অন্ন,/ তার নাম দাতাকর্ণ' প্রবাদ বাক্যের প্রথম অংশের বিষয় (T) হল 'ঘরে নেই অন্ন'। অর্থাৎ নিরন্ন উপবাসী অক্ষম ব্যক্তির গৃহ-সংসার। আর এই বিষয় সম্পর্কে বাক্যের দ্বিতীয় অংশের মন্তব্য (C) হল 'তার নাম দাতা কর্ণ'। অর্থাৎ আর্থিক অনটন ও অক্ষমতা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির দানবীয় কর্ণ নামে পরিচিত হবার দুরাকাঙ্ক্ষাকে ব্যঙ্গ পরিহাস।

এ্যালান ডাণ্ডিস মূলত রাশিয়ান অঙ্গসংস্থানবিদ ভ্লাদিমির জ্যাকলো ভিচ প্রপ্-এর ধারনা অনুসারি ছিলেন। ভাষার ক্ষুদ্রতম কার্যকরী একক Morpheme-এর ধারনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রপ্ বর্ণিত Function-কে Motifeme নামে চিহ্নিত করেছেন। প্রপ্ ৩১টি ক্রিয়াশীলতার কথা বললেও বেশিরভাগ কাহিনিতে সবগুলি ক্রিয়াশীলতা থাকে না।[৫] তিনি স্বীকার করেছেন এই ক্রিয়াশীলতা আরও বিচিত্র হতে পারে। তাছাড়া তিনি লোককথা বিচার পদ্ধতিতে 'Lack' বা 'অভাব' এবং 'Lack Liquidated' বা 'অভাব বিমোচন'-এই দুটি Motifeme বা অভিপ্রায় রেণুর কথা বলেছেন। ডাণ্ডিস বলেছেন 'One Structural type of American Indian Folktale Consists of just two motifemes – Lack (L) and Lack Liquidated (LL)'।[৬] প্রবাদ বাক্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদে কোনো অভাবী ব্যক্তির পারিবারিক বা সামাজিক বা ব্যক্তিগত দায় থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার 'অভাব'(Lack/L), দানশীল ধনী গৌরী সেন সেই টাকা দেওয়ায় 'অভাব মোচন' (Lack Liquidated/LL)। কিংবা 'একলা ঘরের গিন্নি হবে,/চাবিগাছি ঝুলিয়ে নাইতে যাব' প্রবাদে অভাব বোধ হল একান্নবর্তী পরিবার (Lack/L), নারী সেই পরিবারের বউ হবে কিনা সে নিজে জানে না। আর অভাব পূরণ হল, সে একলা ঘরের বউ হবে (Lack Liquidated/LL)। বাস্তবে কী ঘটবে তা জানা নেই, তবে ইচ্ছা পূরণের তাগিদে সে অভাব পূরণ করতে চেয়েছে।

ইউরোপ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা জগতে যিনি একই সঙ্গে স্বতন্ত্রবিদ্যা ও আধুনিক স্তরে উন্নীত করেছিলেন, তিনি হলেন স্যার সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তাঁর 'মনঃসমীক্ষণের নব মুখবন্ধ' এবং 'মনঃসমীক্ষণের প্রস্তাবনা' গ্রন্থ দু'টিতে তিনি মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী মানব মনের তিনটি স্তর – সজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞান-এর নির্দেশ করেছেন এবং 'Super Ego' বা অধিশাস্তার প্রভাবে সজ্ঞান মনের অবদমনের ফলও দেখিয়েছেন। তাঁর 'Totem and Taboo' গ্রন্থে তিনি লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের ব্যাখ্যাকালে এই 'Repression' বা অবদমনের প্রতিক্রিয়াও বর্ণনা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে আরও বলেছেন, 'Symbol' বা 'প্রতীক' এবং 'Dramatization' বা নাট্যীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা 'Folklore' বা 'লোকশ্রুতির নানা বিষয়কে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।[৭] এই পদ্ধতিটি 'শাশুড়ি ম'ল সকালে, খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে কাঁদব আমি বিকেলে' প্রবাদ বাক্যে বিচার করে দেখা যেতে পারে। এই প্রবাদে একজন দজ্জাল শাশুড়ির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একজন গৃহবধূর ক্ষোভ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত আনন্দের তির্যক বহিঃপ্রকাশ। এখানে শাশুড়ি 'Dominant Class' বা নিয়ন্ত্রক শ্রেণির প্রতিনিধি; আর বধূটি 'Subjugated Class' বা নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির প্রতিভূ। শাশুড়ির মৃত্যু বধূটির জীবনে মুক্তির বার্তা এনে দিয়েছে। তাই এ মৃত্যুতে বধূর কোনো দুঃখ বা শোক হয়নি। এখন সে নিয়ন্ত্রণমুক্ত। লোকলজ্জায় গভীর শোকের ভাব দেখিয়ে সকাল গড়িয়ে বিকেল এলে 'মায়া-কান্না' কাঁদবে। শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিত বধূটির প্রবল ক্ষোভ 'Repression' অবদমিত হয়ে রয়েছে তার 'Secondary Unconscious' অর্থাৎ গৌণ নির্জ্ঞান বা অসংজ্ঞান মনে। অর্থাৎ তার অবদমিত ক্ষোভ অসংজ্ঞান মনের প্রতীক শব্দবন্ধে(কাঁদব আমি বিকেলে) ক্ষোভের প্রকাশ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই ক্ষোভ মুখোমুখি স্পষ্ট আকারে প্রকাশের সুযোগ নেই। তাই সেই ক্ষোভ 'Dramatization' বা নাট্যায়িত হয়ে 'Symbolic Expression' বা প্রতীক প্রকাশ লাভ করেছে 'কাঁদব আমি বিকেলে' সুপ্ত প্রতিবাদী বাক্যাংশে।

এ্যালান ডাণ্ডিস যেমন প্রপ্‌কে অনুসরণ করে প্রপ্-এর তত্ত্বকে বিকশিত ও বিবর্ধিত করেছেন তেমনি লেভি স্ট্রাউসের তত্ত্বের উপর বিস্তৃত আলোচনা ও পরিমার্জনা করেছেন মারান্দা দম্পতি (ইলি কঙ্গাস মারান্দা ও পিয়েরে মারান্দা)। ১৯৭১ সালে তাঁদের সুবিখ্যাত 'স্ট্রাকচারাল মডেলস্ ইন্ ফোকলোর অ্যাণ্ড ট্রান্সফরমেশানাল' ('Structural Models in Folklore and transformational essays') গ্রন্থে গঠনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করার সময় তিনি প্রবাদের গঠনতত্ত্বেরও ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে মারান্দা দম্পতি গঠন (Structure)-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, -

> "গঠন হল অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভিত্তি, যার দ্বারা সাংগঠনিক উপকরণ সমূহ একটি অখণ্ড সত্তায় গ্রথিত হয়। গঠনরীতির বিশ্লেষণ তাই কোনও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কণিকাগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা ও আবিষ্কার।"[৮]

এই আনবিক উপকরণগুলিকে এক বা Unit ধরা হয়েছে। এটি কখনো ধ্বন্যাত্মক(+) বা ইতিবাচক এবং ঋণাত্মক(-) বা নেতিবাচক হয়। স্ট্রাউসের fx (a) : fy (b) :: fx (b) : f^{a-1} (y) সূত্রটিকে সরল করে মারান্দা দম্পতি প্রকাশ করেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

QS : QR :: FS : FR, যেখানে QS = Quasi Soluation (আপাত সমাধান), QR = Quasi Result (আপাত ফল), FS = Final Soluation (শেষ সমাধান), FR = Final Result (শেষ সমাধান)। আপাত দৃষ্টিতে মারান্দা দম্পতি স্ট্রাউসের পদ্ধতির বিস্তৃততর ব্যাখ্যা korechen। 'নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি, পরের বেলায় চিম্‌টিকাটি' প্রবাদ বাক্যটিকে মারান্দা দম্পতিদের কার্য-কারণ সম্পর্কিত সূত্রে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মারান্দা দম্পতিদের দেওয়া ফর্মুলা বা সূত্রটি হল- QS : QR :: FS : FR

QS = Quasi Soluation(আপাত সমাধান) = একজনের স্বার্থপরতা

QR = Quasi Result(আপাত ফল) = অন্যের অসহায়তা

FS = Final Soluation(শেষ সমাধান) = আঁটিশুঁটি

FR = Final Result(শেষ ফল) = চিম্‌টিকাটি

উপরের উল্লিখিত ফর্মুলা থেকে এই সিদ্ধান্তে আশা যায় যে, স্বার্থপরতা স্বার্থপরতার জন্ম দেয়। সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে স্বার্থপরতা বর্জন করা উচিত, তাহলেই সুস্থ জীবনবোধ গড়ে উঠবে। আর রয়েছে সাবধানতা। এই স্বার্থপরতা ও অহংবোধ যদি সমাজে বিস্তৃত হয়, পাশাপাশি বসবাসকারী মানুষজন যদি অন্যকে ভালোবাসতে না পারে, যদি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়, যদি শুধু নিজের কথাই ভাবে – তবে সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনবে। এই ধরনের কদর্য সম্পর্ক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এগুলিকে জয় করাই মনুষ্যত্ব বা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পূর্ব শর্ত।

পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদ জি. বি. মিলনার (G. B. Milner) প্রবাদের গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিটি প্রবাদের চারটি অঙ্গ বা 'চতুরঙ্গ' গঠনরীতি'র (quadripartite structure) কথা বলেছেন।[৯] এদের নাম দিয়েছেন 'প্রবাদানু'। অর্থ ও গুণগত দিক থেকে দুটি অনু মিলে একটি অঙ্গ গঠন করে। অবশ্য কোনো কোনো প্রবাদে দু'টির বেশি অঙ্গও লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রতিটি প্রবাদবাক্যে প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ মুখ্য বা প্রধান ও গৌণ দু'টি প্রধান অঙ্গ থাকে। মুখ্য বা প্রধান অঙ্গের প্রথমটি 'সূচনার্থ' (opening half), দ্বিতীয়টি 'পূরণার্থ' (second half)। আবার এ্যালান ডাণ্ডিস ও রবার্ট জর্জেস প্রবাদকে গঠনরীতির দিক থেকে দু'টি ভাগে ভাগ করে দু'টি অর্ধকে বলেছেন – বিষয় (Topic/T) ও মন্তব্য (Comment/C)। মিলনার এই দুই অর্ধের 'সংকলন' (যোগ = +) এবং 'ব্যবকলন' (বিয়োগ = -) চিহ্ন দিয়ে এদের অস্ত্যর্থক ও নাস্ত্যর্থক মূল্যমাণ নির্ধারণ করেছেন। তাই মিলনারের প্রবাদ বিচারের পদ্ধতিকে 'চতুরঙ্গ গঠণরীতি বিচার' বলা হয়। মিলনার প্রবাদবাক্যের সূচনার্ধকে আবার বলেছেন শীর্ষ বা মাথা (head) এবং পুরণার্ধকে বলেছেন পুচ্ছ বা লেজ (tail)। বাংলায় একে 'আদি' ও 'অন্ত' নামকরণ করা যেতে পারে। তিনি উভয়কে আবার 'যোগ' (plus), 'বিয়োগ' (minus) মূল্য দিয়েছেন। এই 'যোগ-বিয়োগ' মূল্য সম্বলিত 'আদি-অন্ত' বিভাজন পদ্ধতিকে 'চতুরঙ্গ গঠনরীতি' বলা হয়েছে। তিনি প্রবাদের আদি ও অন্ত অংশের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ মূল্যের 'গাণিতিক সমাবেশ রীতি'তে (arithmetical) চারটি [(i) +H +T, (ii) +H –T, (iii) –H +T, (iv) –H -T] এবং 'গাণিতিক বিন্যাস রীতি'তে (permutical) ষোলটি উপবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে, আদি-অন্তের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ মূল্য বিচার করে প্রবাদের 'হ্যাঁ-বোধক' (positive) ও 'না-বোধক' (negative) অর্থ পাওয়া যায়।[১০] মিলনারের প্রদত্ত রীতির ছকটি হল-

শ্রেণি (group)	**আদি (head)**	**অন্ত (tail)**
ক	হ্যাঁ-বোধক[+]	হ্যাঁ-বোধক[+]
খ	হ্যাঁ-বোধক[+]	না-বোধক[-]
গ	না-বোধক[-]	হ্যাঁ-বোধক[+]
ঘ	না-বোধক[-]	না-বোধক[-]

উদাহরণ - ১। গাছে কাঁঠাল/গোঁফে তেল। — আদি +, অন্ত +

২। সুখে থাকতে/ভূতে কিলোয়। — আদি +, অন্ত –

৩। কাটা ঘায়ে/নুনের ছিটা — আদি -, অন্ত +

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪। অল্প শোকে কাতর/অধিক শোকে পাথর আদি - অন্ত -

আবার প্রবাদের মূল্যমান নির্ণয়ে তিনি বলেছেন, দু'টি অর্ধেরই মান ধনাত্মক বা অস্ত্যর্থক(Positive = +) এবং ঋণাত্মক বা নাস্ত্যর্থক(Negative = -) দুটোই হতে পারে। এবারে প্রবাদের মূল্যমান বিচারের ক্ষেত্রে মিলনারের বীজগাণিতিক সূত্রটি হল- P= ± H + ± T

যেখানে, P= Proverb বা প্রবাদ বাক্য, H হল ওই বাক্যের Head বা মাথা বা শীর্ষ বা সূচনার্ধ এবং T হল ওই বাক্যের Tail বা লেজ বা পুচ্ছ বা পূরণার্ধ। দু'টি অংশই কখনো ধ্বন্যাত্মক (+) অথবা ঋণাত্মক (-) হতে পারে। বিষয়গত বিন্যাসে প্রথমাংশ 'এ$_{১}$', দ্বিতীয়াংশ 'এ$_{২}$'। তাহলে তাত্ত্বিক দিক থেকে গঠনরীতির মডেলটি হল এই রকম – ± মা : ± লে :: এ$_{১}$: এ$_{২}$

যেমন – 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' প্রবাদটির ক্ষেত্রে মিলনারের তত্ত্বটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।–

অধিক সন্ন্যাসীতে	গাজন নষ্ট
এ১	এ২

এখানে, Proverb (P) = প্রবাদ বাক্য 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'; Head বা শীর্ষ অংশ হল 'অধিক সন্ন্যাসীতে'। চৈত্র সংক্রান্তির দিবসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত সন্ন্যাসীর সমাগম ইতিবাচক, অতএব এর মূল্যমান ধ্বন্যাত্মক(+)। এর Tail বা পুচ্ছ অংশ হল 'গাজন নষ্ট'। বহু গাজন উৎসবে বিশৃঙ্খলা ঘটলে তা নষ্ট বা পণ্ড হতে পারে। অতএব এর মূল্যমান ঋণাত্মক(-)।

কিন্তু ডাণ্ডিস এই সূত্রে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন ধ্বন্যাত্মক অনুধাবনের জন্য এই মডেলকে আরও বিস্তৃত করা যেতে পারে। যেমন –

± মা ± লে → বর্ণনাত্মক রেণু ← এ$_{১}$ এ$_{২}$

এই মডেলটিকে মিলনারের প্রণালী অনুসারে আরও বিশদ করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ মডেলটি হল –

± মা + ± লে – প্র [(লে$_{১}$ + বি$_{১}$ + লে$_{২}$ + বি$_{২}$) – প্র/ (এ$_{১}$ এ$_{২}$ এক্স + ওয়াই)]

[প্র= প্রবাদ, বি= বর্ণানাত্মক বিষয় {প্রথম + দ্বিতীয়(বি$_{১}$বি$_{২}$)}, এ$_{১}$= বিষয়, এ$_{২}$= মন্তব্য, এক্স + ওয়াই= দুই বা ততোধিক ব্যক্তি]

প্রত্যেক প্রবাদের এককে ষড়ঙ্গ বিভাগ পাওয়া যায়-

মন্ত্রের সাধন	কিংবা শরীর পতন
এ১	এ২

এই প্রবাদে কর্তা অনুপস্থিত। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি বা সমাজ এর কর্তা। সমাজ যত এগিয়েছে ততই চিন্তার ক্ষেত্রে এসেছে প্রজ্ঞা। দীর্ঘ বর্ণনাকে দিনের পর দিন বাস্তব প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কর্তা হারিয়ে গেছে। শুধু 'উদ্দেশ্য', 'বিধেয়', 'ক্রিয়া' অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। অবশেষে একটি বর্ণনাত্মক বাকবিন্যাসের কণিকাগুলি কালের সীমা ছাড়িয়ে একটি অমর প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাই প্রবাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ।

মিলনারের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এ্যালান ডাণ্ডিস অর্থের দিক থেকে প্রবাদকে 'Opositional' ও 'Non-opositional' এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন।[১১] ড. ওয়াকিল আহমেদ[১২] ও ড. সনৎ কুমার মিত্র[১৩] বাংলায় এদের নামকরণ করে বলেছেন 'সপক্ষ' ও 'নিরপেক্ষ' প্রবাদ। যে প্রবাদে একটি মাত্র বর্ণনাধর্মী উপাদান থাকে, তাকে বলে 'নিরপেক্ষ প্রবাদ' (Non-opositional Proverb)। যেমন, 'এক মাঘে শিত যায় না', 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট', 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রবাদ। যে প্রবাদে একাধিক বর্ণনাধর্মী উপাদান থাকে তাকে বলে 'সপক্ষ প্রবাদ' (Opositional Proverb)। যেমন, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই', 'খাবি জেনে, বসবি টেনে/বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে' ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রবাদ। এ-ধরনের প্রবাদের পক্ষদ্বয় হ্যাঁ-বোধক, না-বোধকও, পরস্পর বিরোধী ('গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'), পরস্পর সম্পূরক ('পেটে খেলে পিঠে সয়'), সমতুল্য ('ধারে কাটে না, ভারে কাটে')

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হতে পারে। আঙ্কিক নিয়মে উভয় পক্ষের সম্পর্ককে ≠ রূপে দেখানো যায়, যার পক্ষদ্বয় সমধর্মী (ক=খ) হতে পারে, আবার অসমধর্মীও (ক/খ) হতে পারে। এ্যালান ডাণ্ডিস বিরোধমূলক প্রবাদের আদি-অন্ত পক্ষবিন্যাসের ত্রিবিধ নীতির[১৪] কথা বলেছেন - (১) পরস্পর বিরোধমূলক বা antithetical contradictive ('গাছের গোড়া কেটে আগায় জল'), (২) অভাবজনিত বিরোধমূলক বা privational contradictive ('নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল'), (৩) কারণজনিত বিরোধমূলক বা casual contradictive ('নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা')। সবশেষে বলা যায় মিলনারের বিশ্লেষণটি বাক্যভিত্তিক (syntactic) আর এ্যালান ডাণ্ডিসের বিশ্লেষণটি শব্দার্থভিত্তিক (semantic)। প্রথমটি প্রবাদের উপর-কাঠামোর (surface structure) এবং দ্বিতীয়টি প্রবাদের অন্ত-কাঠামোর (deep structure) পরিচয় তুলে ধরে।

প্রাবাদের আঙ্গিক গঠনের বিচার বিশ্লেষণ চিন্তা ও যুক্তির ভিত্তিতেও করা যায়। প্রবাদ বুদ্ধি প্রসূত; বুদ্ধি যুক্তির পথে এগোয়। প্রবাদে লোকসমাজের প্রচলিত বুদ্ধি ও যুক্তির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদকারের মনের জগতে যে-সব ক্রিয়া কাজ করে, পি. ডি. গুডউইন ও জে. ডবলিউ. ওয়েনজেল সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে সেগুলিকে তুলে ধরা যেতে পারে।

১। **চিহ্ন (sign) :** প্রবাদের আঙ্গিক নির্মাণে বিশেষ চিহ্ন প্রভাবিত করে। যেমন- 'শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়' প্রবাদে 'গোঁফ' চিহ্নরূপে কাজ করেছে। অনুরূপভাবে 'চেনা বামুনের পৈতা লাগে না', 'তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না', 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে' প্রভৃতি প্রবাদে 'পৈতা', 'তিলক' ও 'হাঁচি' চিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে।

২। **সংখ্যা (number) :** বাংলা প্রবাদে সংখ্যার গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। প্রবাদে 'এক' থেকে শুরু করে 'লক্ষ' পর্যন্ত সংখ্যা উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন - 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা', 'মরা হাতি লাখ টাকা দাম', 'দশচক্রে ভগবান ভূত', 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' প্রভৃতি প্রবাদে সংখ্যার চিন্তা ও যুক্তি উভয়েই কাজ করেছে।

৩। **কার্য-কারণ (cause and effect) :** প্রবাদে যুক্তিপ্রবণ লোকমনের ছাপ দেখা যায়। যেমন- 'ফেল কড়ি মাখ তেল, 'পেটে খেলে পিঠে সয়' প্রভৃতি প্রবাদ কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত।

৪। **সমতুলতা (parallel) :** প্রবাদে দু'টি প্রসঙ্গের তুল্যমূল্য সম্পর্ক কিংবা গুরুত্বের দিকটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম', 'পুরুষের ভালোবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা' প্রভৃতি প্রবাদে দুটি বাক্যের তুল্যমূল্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

৫। **সাদৃশ্য (analogy) :** প্রবাদে সাদৃশ্য চেতনা বা সমমাপের দু'টি বিষয়কে একসূত্রে বাঁধা থাকতে দেখা যায়। যেমন- 'কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী', 'তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়', 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়' প্রভৃতি প্রবাদগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬। **সাধারণীকরণ (generalization) :** বিশেষ অবস্থা থেকে নির্বিশেষে গেলে সাধারণীকরণ করা হয়। যেমন- 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ', 'মল্লার দৌড় মসজিদ তক', 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়' প্রভৃতি প্রবাদে সাধারণীকরণের চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

৭। **শ্রেণিকরণ (classification)** : 'সব শিয়ালের এক রা', 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' প্রভৃতি প্রবাদগুলি শ্রেণিকরণ বা শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ।

৮। **কর্তৃত্ব (authority) :** কোনো কিছুর উপর প্রভাব খাটালে বা প্রভুত্ব আরোপ করলে কর্তৃত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়। যেমন- 'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না', 'মিঠা কথায় চিড়া ভিজে না' প্রভৃতি প্রবাদে কর্তৃত্বের চেতনাটি লক্ষ্য করা যায়।

৯। **প্রেরণা (motivation) :** লোক অভিজ্ঞতাজাত প্রবাদ অনেক সময় প্রেরণাজাতও হয়ে থাকে। যেমন- 'পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা', 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ', 'নাকে সরিষা তেল দিয়ে ঘুমানো' প্রভৃতি প্রবাদগুলি প্রেরণাজাত।

১০। **সম্বন্ধযুক্ত জোড়-শব্দ (pairs) :** topic ও comment পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত জোড়-শব্দ-এর অবস্থান নিয়ে কখন সাদৃশ্য, কখন বিরোধিতা সৃষ্টি করে। 'একের লাঠি দশের বোঝা' প্রবাদটিতে 'এক' ও 'দশ' জোড়-শব্দ। প্রথমটি সাদৃশ্যবাচক, দ্বিতীয়টি বিরোধমূলক। 'লাঠি' ও 'বোঝা' শব্দদ্বয় বিপরীত অর্থ বহন করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবাদ প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হয়। প্রবাদকার বা প্রবাদ বক্তা প্রবাদ বলেন, উপস্থিত শ্রোতা তা শোনে কিংবা পাঠক পাঠ করে। পিটার সিস্টেল (Piter Sietel) বলেন, যে সামাজিক প্রসঙ্গে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়, সেই প্রেক্ষাপটে এর অর্থ স্পষ্ট হয়। তিনি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রবাদ চর্চার প্রসঙ্গ ধরে প্রবাদ ও সমাজ অবস্থার একটি কাঠামোগত মডেলের কথা বলেছেন।[১৫] রেখাচিত্রের সাহায্যে নির্দেশিত মডেলটি হল-

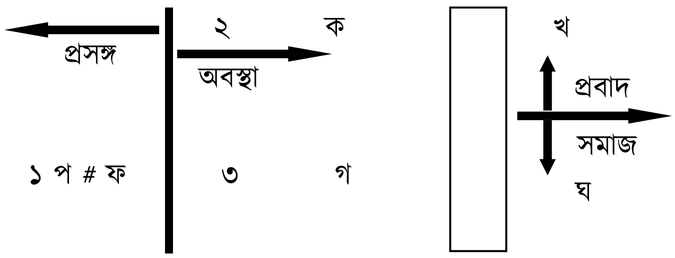

তিনটি অংশে বিভক্ত করে এই রেখাচিত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রবাদের একটি অর্থ আছে এবং তার একটি সামাজিক ব্যাখ্যাও আছে। এই ধারণা থেকে রেখাচিত্রটি নির্মিত হয়েছে। পিটার সিস্টেল একে একটি গাণিতিক ছকে[১৬] রূপ দিয়েছেন- ক : খ :: গ : ঘ। 'প' ও 'ফ' যথাক্রমে বক্তা ও শ্রোতা। 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' প্রবাদে 'দুষ্ট গরু' [ক] এবং 'শূন্য গোয়াল' [খ] – এই দু'টি প্রবাদের অংশ বা প্রবাদ-অবস্থা (proverb situation)। এর সমান্তরালে 'মন্দ লোক' [গ] এবং 'সমাজে অবাঞ্ছিত [ঘ] হল সমাজ-অবস্থা (social situation)। অনুরূপ 'যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল' প্রবাদে 'গরুর দুধ' [ক] এবং 'গরুর লাথি' [খ] এই দু'টি প্রবাদের অংশ বা প্রবাদ-অবস্থা। এর সামাজিক অবস্থা হল 'উৎপাদনক্ষম শ্রমিক' [গ] ও 'শ্রমিক সমস্যা'[ঘ]। এটিকেও ক : খ :: গ : ঘ গাণিতিক ছকে দেখানো সম্ভব। এই প্রবাদগুলি পিটার সিস্টেলের ছক অনুসারে গঠিত।

প্রবাদের গঠনরীতি বা গঠনশৈলী বিচারের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলি ছাড়া আরও কিছু বিচার পদ্ধতি রয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে প্রবাদের গঠনশৈলী বিচার করা সম্ভব। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল -

১। আর্চার টেলার (Archer Taylor)-এর 'গুণগত বা স্বধর্মগত বিচার (Attributal Analysis)

২। প্রবাদের কথান্তর বিচার পদ্ধতি

৩। আলঙ্কারিক ও সাহিত্য শৈলীগত বিচার

৪। লিঙ্গ বৈষম্যের নিরিখে প্রবাদ-বিচার পদ্ধতি, ইত্যাদি

বাংলা প্রবাদের গঠনরীতি বা গঠনশৈলীর এত বিচিত্র দিক আছে, যা সামান্য বিবরণে বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। তবে আলোচনার নিরিখে প্রমাণ হিসেবে কিছু প্রবাদের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করে 'দুধের স্বাদ ঘোলে' মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। আশা করি পরবর্তীকালে কোনো ধীমান গবেষক এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানে ব্রতী হবেন।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড, আলোচনা), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা - ১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৫৬৯

২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০১০, পৃ. ৩২৮

৩. ইসলাম, মযহারুল, ফোকলোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লোকলৌকিক প্রকাশনী; কলকাতা- ৪৭, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮২, পৃ. ১৪ – ৫২

8. Dundes, Alan, 'On the structure of the proverb', The Wisdom of Many, edited by Wolfgang Mieder and Alan Dundes, New York, 1981; p. 63 (footnote)

৫. পোদ্দার, সুস্মিতা, লোকসংস্কৃতি (ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০১, পৃ. ২১২

৬. Dundes, Alan, 'Structuralism and Folklore' (1978) in Essays in Folkloristics, Folk Institute; Meerot, Ved Prakas Vatuk, P. 74

৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪৭ - ৪৮

৮. চৌধুরি, দুলাল, প্রবাদকোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ১৯

৯. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪২

১০. Dundes, Alan, 'On the structure of the proverb', পৃ. ৪৯ - ৫০

১১. ওই, পৃ. ৫১ - ৫২

১২. আহমেদ, ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্য : প্রবাদ-প্রবচন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ২৩

১৩. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদক), 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০ জেমস্ লঙ্ সরণি, বেহালা, কলিকাতা – ৩৪, ৭ম বর্ষা, ১ম সংখ্যা, ১৪০১, পৃ. পাঁচ

১৪. ওই, পৃ. পাঁচ-ছয়

১৫. Sietel, Peter, Proverbs : A Social use of Metaphor, The Wisdom of Many, p. 125 - 127

১৬. ওই, পৃ. ১২৫-১২৭

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

সাহা, মঞ্জু, বাংলা প্রবাদের বিষয়বস্তু ও গঠনশৈলী; পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা- ৯; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২৩

প্রধান, শ্যামসুন্দর, কিংবদন্তী : উৎস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ; প্রতিভাস; ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড; কলকাতা- ২; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১

ঘোষ, রীতা, বাংলা লোককথার রূপতত্ত্ব; পুস্তক বিপণি; প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা, ১৪১০

Permyakov, G.L. From Proverb to Folk-Tale, Moscow; 1979

Propp, V.J, Theory and History of Folklore; USA; Manchester University Press; 1984

Propp, V., Morphology of Folktale (2nd Edition); University of Texas Press, Austin & London; 1968

Levi-Strauss, Clude, Structural Anthropology (Vol.- 2); Penguin Book; England; 1963

Maranda, P. & Maranda E.K., Structural Models in Folklore and Transformational Essays; Netherland Mouton; The Hague; Paris; 1971

Priebe, Richard, The horses o speech: A structural Analysis of the Proverb; Folklore Annual; University Folklore Association; The University of texas; Austin; 1971

পত্রিকা :

প্রমা (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা); ১৯৮১; প্রবন্ধ- বাংলা প্রবাদের রূপ – পবিত্র সরকার